গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা ০৩.১০.২৬৯০.৮৮২.১৮.০০১.২০২২-১৮

তারিখ ..... ১৬ মাঘ, ১৪৩০ / ৩০ জানুয়ারি ২০২৪

গণবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, "জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতি ২০২৪" শিরোনামে প্রস্তাবিত খসড়া নীতি জনমত সংগ্রহের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইট www.pmo.gov.bd এ প্রকাশ করা হয়েছে।

০২। খসড়ার বিষয়ে কোনো মতামত ও পরামর্শ থাকলে তা লিখিতভাবে পরিচালক, নির্বাহী সেল ও পিইপিজেড, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডাকযোগে অথবা dir.pepz@pmo.gov.bd ই-মেইলে আগামী ২০/০২/২০২৪ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৩০.০১.২০২৪

(এ এইচ এম জামেরী হাসান)
পরিচালক, নির্বাহী সেল
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
☎ ০২৫৫০২৯৬১১
ই-মেইলঃ dir.pepz@pmo.gov.bd

জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতি ২০২৪
(খসড়া)

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সচিবালয়

সূচিপত্র

অধ্যায়	বর্ণনা	পৃষ্ঠা
০১	প্রেক্ষাপট ও পথপরিক্রমা	০২
০২	সংজ্ঞা	০৬
০৩	জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০৮
০৪	জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতির পরিধি, প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	০৯
০৫	লজিস্টিক্স খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন	১০
০৬	লজিস্টিক্স খাত ও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন	১৩
০৭	লজিস্টিক্স খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার	১৪
০৮	লজিস্টিক্স খাতে মানব সম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়ন	১৫
০৯	লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ	১৬
১০	পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স খাত ব্যবস্থাপনা	১৭
১১	লজিস্টিক্স খাতে সেফটি, সিকিউরিটি এবং কমপ্লায়েন্স	১৯
১২	নীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা	২০
১৩	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (কি পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর)	২৩
১৪	উপসংহার	২৪

অধ্যায় ০১
প্রেক্ষাপট ও পথপরিক্রমা

১.১ ভূমিকা

১.১.১ লজিস্টিক্স একটি গতিশীল ও সৃজনশীল খাত, যা প্রতিযোগিতাপূর্ণ বৈশ্বিক ব্যবস্থায় সক্ষমতা ও উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত। একটি দেশের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পণ্য ও সেবা সরবরাহ ব্যবস্থার মেরুদন্ড হিসেবে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্ববাজারে লজিস্টিক্স খাতের আকার প্রায় ০৯ (নয়) ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের মতো রপ্তানিমুখী দেশে এ খাতের ভূমিকা আরো গুরুত্বপূর্ণ। একটি দক্ষ লজিস্টিক্স ব্যবস্থা ব্যতীত উৎপাদন, বাণিজ্য, শিল্প ও বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ফলপ্রসূ নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব।

১.১.২ বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগাযোগ, পরিবহন ও সার্বিক সরবরাহ তথা লজিস্টিক্স অবকাঠামো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে ঘোষিত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) এই অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ পুনর্গঠনকালে অন্যান্য খাতের তুলনায় পরিবহন ব্যবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এ সময়ে বন্দরে মালপত্র ওঠা-নামার ব্যবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক পর্যায়ে আনা, নৌপথ পুনর্গঠনের কাজ, রেল ও সড়ক সেতু নির্মাণ প্রভৃতিকে বিশেষ বিবেচনায় আনা হয়। এই ধারাবাহিকতায় ক্ষতিগ্রস্ত নৌযানসমূহ মেরামত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা ছাড়াও বিদেশ থেকে বার্জ, নৌকা, ট্রলার, ট্রাক প্রভৃতি আমদানি, অবতরণ ক্ষেত্র ও ওয়ার্কশপ তৈরি করা হয়। পণ্য হ্যান্ডলিং এর পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অতি দ্রুততার সাথে ০৭টি স্থানে ফেরি সার্ভিস ও ১৬টি স্থানে ডাইভারশন সড়ক নির্মাণ করা হয়। দেশে খাদ্যশস্য, জ্বালানি তেল, রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি-রপ্তানির প্রয়োজনীয়তা থেকে বঙ্গবন্ধু এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত গড়ে তোলেন আন্তর্জাতিক নৌ বাণিজ্যের সহায়ক "বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন"। এই কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ এবং দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান এবং দেশের আমদানি ও রপ্তানি পণ্য নিজস্ব জাহাজ বহর দ্বারা পরিবহনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ আন্তর্জাতিক নৌপথে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করা। বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত বৈদেশিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামকে উন্নত করে তিনি এটিকে সংযুক্ত করেন বিশ্ব বাণিজ্যের সঙ্গে। ১৯৭২ সালে নৌ, রেল এবং সড়ক পরিবহন খাতের সমন্বয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। গঠিত হয় বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি এবং ঢেলে সাজানো হয় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড, খুলনা শিপইয়ার্ড প্রভৃতিকে। উভয় দেশে নৌপথ ব্যবহার করে কম খরচে অধিক পরিমাণ মালামাল পরিবহন এবং নৌ-বাণিজ্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের পহেলা নভেম্বর ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। এই সময়ে কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং সড়ক পথের উন্নয়ন ও সড়ক সেতু নির্মাণে অগ্রগতি অর্জন করা হয়। সরকারি উদ্যোগে দেশব্যাপী মালামাল ও খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য ৯৯টি নতুন ট্রাক এবং ১৮টি তেলের লরি নামানো হয় । বাস ট্রাকের বডি এ্যাসেম্বল করার জন্য চট্টগ্রামের গান্ধারা ইউনিটকে 'প্রগতি' নামে জরুরি ভিত্তিতে সচল করা হয়। রেলওয়ে খাতে ৬৫ মাইল ক্ষতিগ্রস্ত ট্র্যাক অতি দ্রুত মেরামত করা হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত ১৪৮৪টি মালবাহী ওয়াগনের মধ্যে ১৪৭৪টি ওয়াগনের মেরামত সম্পন্ন করা হয়। (তথ্যসূত্র: মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার: দেশ নির্মাণের মৌলিক রূপরেখা, জানুয়ারি ২০২৩)।

১.২. বাংলাদেশে লজিস্টিক্স খাতের উন্নয়ন

১.২.১ লজিস্টিক্স খাত একই সাথে অবকাঠামো ও সেবা শিল্পের সমন্বয়ে গঠিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অব্যাহত আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং নীতি সংস্কারের ফলে উল্লেখযোগ্য হারে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়ায় বাংলাদেশ দ্রুতগতিতে উন্নয়ন-পর্যায় (Development Stage) অতিক্রম করছে এবং বর্তমানে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী জিডিপি ভিত্তিমূল্যে বৃহৎ

অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৫তম। প্রাইস ওয়াটার হাউজ কুপারস (PwC)-এর একটি প্রক্ষেপণ অনুসারে বাংলাদেশ ২০৩০ সালে ২৮তম এবং ২০৫০ সালে ২৩তম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে। এই অর্জনে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ, কার্যকর কর্মকৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।

১.২.২ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সড়ক ও রেল যোগাযোগের বিস্তৃতি, স্থল, নৌ, সমুদ্র ও বিমানবন্দর এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের ফলে লজিস্টিক্স খাতের প্রাথমিক অবকাঠামোগত সক্ষমতা অর্জিত হচ্ছে। তবে, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০২১ সালের তুলনায় ২০৪১ সালে লজিস্টিক্স সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশক যেমন প্যাসেঞ্জার ট্রাফিক ২৯ গুণ, ফ্রেইট ট্রাফিক ১০ গুণ, পোর্ট কন্টেইনার ট্রাফিক ১৩ গুণ, সমুদ্রগামী কার্গো ট্রাফিক (কন্টেইনার) ২২ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

১.২.৩ প্রবৃদ্ধির এ ধারা বজায় রেখে আগামী দিনের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ও ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি আয়, ২০৩১ সালে উচ্চ-মধ্যম আয় ও ২০৪১ সালে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত এবং ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়) অর্জনের প্রভূত সম্ভাবনার সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। তন্মধ্যে বিদ্যমান স্বল্পদক্ষ, ব্যয়বহুল ও বিক্ষিপ্ত লজিস্টিক্স পরিষেবা ব্যবস্থা অন্যতম। ২০২০ সালে বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত "Moving Forward: Connectivity and Logistics to Sustain Bangladesh's Success" শীর্ষক বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশে লজিস্টিক্স পরিষেবার ব্যয় খাতভেদে ৪.৫% থেকে ৪৮% পর্যন্ত হয়ে থাকে, যা অন্যান্য বাণিজ্য সহযোগী ও প্রতিযোগী দেশের তুলনায় অনেক বেশি। কিছু সুনির্দিষ্ট লজিস্টিক্স ক্ষেত্রে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সংস্কার এবং অগ্রগতি সাধন করেই জাতীয় রপ্তানি আয় ১৯% বাড়ানো সম্ভব। পণ্যমূল্য হিসেবে পরিবহন/লজিস্টিক্স ব্যয় মাত্র ১% হ্রাস করতে পারলে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি চাহিদা ৭.৪% বৃদ্ধি পেতে পারে। তাছাড়া, এটা সুবিদিত যে উন্নততর জাতীয় লজিস্টিক্স ব্যবস্থা সার্বিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১.২.৪ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনেক ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রাপ্ত বিভিন্ন সহায়তা ও সুবিধা (ট্রেড-রিলেটেড ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট মেজার্স-ISM যেমন: শুল্ক ও কোটা রেয়াত, জিএসপি, রুলস অব অরিজিন এবং আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্বসহ অন্যান্য ফ্লেক্সিবিলিটি) হ্রাস পাবে। এছাড়াও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) বিভিন্ন চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত স্পেশাল এবং ডিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট (S&DT) হ্রাস পাবে। অধিকন্তু, উত্তরণ পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের উপর অনেক নতুন বাধ্যবাধকতা (Obligation) আরোপিত হবে। এতে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। গবেষণায় দেখা যায়, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর শুল্কমুক্ত সুবিধার অবর্তমানে শুধুমাত্র ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ৮-১৬% শুল্ক বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে, গন্তব্য দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে কেবল লজিস্টিক্স ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমেই এই বর্ধিত ব্যয় সংকুলান করা যেতে পারে এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্য ও সেবার প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব হতে পারে।

১.৩ বাংলাদেশে বিদ্যম্যান লজিস্টিক্স খাতের সম্ভাবনা

১.৩.১ একটি অপরিহার্য ব্যবসা পরিষেবা হিসেবে লজিস্টিক্স খাতের ব্যাপ্তি সুদূর প্রসারিত ও বহুমুখী। এটি অন্যান্য সকল উৎপাদন, শিল্প, অবকাঠামো ও সেবা খাতের বিকাশ এবং দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। লজিস্টিক্স খাতের বিস্তৃত পরিসর ও বহুমাধ্যমতা (Scope and Multimodality) বিবেচনায় এ খাতের সার্বিক পরিচালনা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/ কর্তৃপক্ষ/ দপ্তর/ অধিদপ্তরের আওতাধীন। এজন্য লজিস্টিক্স খাতে কাঙ্ক্ষিত ব্যয় হ্রাস ও দক্ষতা অর্জনে সমন্বিত নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও সংযোগ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় নীতি-পরিবেশ বিবেচনা করে বিভিন্ন দেশে এই প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও সংযোগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

১.৩.২ উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রায় অর্ধশতাধিক আইন, বিধি, নীতি, কৌশল, মাস্টারপ্ল্যান, বিল, অর্ডিন্যান্স, চুক্তি এবং কনভেনশনের মাধ্যমে এ খাতের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগীসহ প্রায় সকল প্রতিযোগী দেশই সমন্বিত জাতীয় নীতি, আইন ও বিধিমালা, কৌশল, মহাপরিকল্পনা (Master Plan), কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) ইত্যাদি প্রণয়নের মাধ্যমে লজিস্টিক্স খাতের উন্নয়নে নিরন্তর সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দেশের উদ্যোগ প্রণিধানযোগ্য।

১.৪ বাংলাদেশে লজিস্টিক্স খাতে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

১.৪.১ লজিস্টিক্স খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবকাঠামো ও সেবা মান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় বিবিধ প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে ও চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু সেতু, পদ্মা বহুমুখী সেতু, পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্প, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা বাইপাস, ঢাকা চট্টগ্রাম রেল করিডর উন্নয়ন প্রকল্প, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর নির্মাণ, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর, বে-টার্মিনাল, ধীরাশ্রম আইসিডি প্রকল্প, পায়রা সমুদ্র বন্দর, পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল, পানগাঁও নৌ কন্টেইনার টার্মিনাল, আশুগঞ্জ নৌ কন্টেইনার টার্মিনাল, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বেনাপোল, বুড়িমারি, ভোমরা স্থল বন্দর উন্নয়ন, চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ অবকাঠামো উন্নয়ন, আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিভিন্ন সড়ক ও রেল সংযোগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরী ইত্যাদি।

১.৫ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন পরিক্রমা

১.৫.১ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতি প্রণয়নের সূচনা হয়েছে সরকারি-বেসরকারি-উন্নয়ন সহযোগীসহ সকল অংশীজনের একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ২০২০ সালে বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত "Moving Forward: Connectivity and Logistics to Sustain Bangladesh's Success" শীর্ষক বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদনে লজিস্টিক্স খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সার্বিক সংস্কার কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। অনুরূপভাবে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫ ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১-এ লজিস্টিক্স খাতের ডি-রেগুলারাইজেশন, অটোমেশন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষতা (Efficiency) বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাসে গুরুত্বারোপ করা হয়।

১.৫.২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে লজিস্টিক্স খাত নিয়ে বিশেষায়িত সংলাপের জন্য "Logistics Infrastructure Development Working Committee (LIDWC)" গঠন করা হয়। সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে ব্যাপক সংলাপ, মতামত বিনিময়, বিশ্লেষণ ও নীতি সুপারিশ/ পরামর্শের ভিত্তিতে ১১ আগস্ট ২০২২-এ অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২-এ লজিস্টিক্স খাতকে "অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত" ও "রপ্তানি বহুমুখীকরণ" শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। অধিকন্তু, প্রথমবারের মতো জাতীয় শিল্পনীতিতে বাংলাদেশে প্রচলিত লজিস্টিক্স সেবা খাতের উপখাতসমূহ চিহ্নিত করা হয়। এর ফলে লজিস্টিক্স খাতের প্রসারে বহুমুখী সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ, কৌশলগত প্রকল্প বাছাই, উন্নয়ন প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Institutional Framework) গঠনের বিষয়াদি প্রাধান্য পায়। তৎপ্রেক্ষিতে ২২ জানুয়ারি ২০২৩-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে লজিস্টিক্স খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য "জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি" (National Logistics Development and Coordination Committee (NLDCC) গঠিত হয়। NLDCC-এর কার্যপরিধি হলো নিম্নরূপঃ

- জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন;
- লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণে নীতিগত সহায়তা প্রদান ও বিদ্যমান নীতি কাঠামো সহজিকরণ;
- লজিস্টিক্স উপখাতভিত্তিক নীতি ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান; এবং
- সামগ্রিক লজিস্টিক্স উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন।

১.৫.৩ পরবর্তীতে NLDCC-র কার্যসম্পাদনের সুবিধার্থে জাতীয় কমিটির আওতায় ৫টি উপকমিটি গঠিত হয়। উপকমিটিগুলো হলো: ১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পলিসি ও রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক উপকমিটি, ২) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক

বিভাগের নেতৃত্বে অবকাঠামো উপকমিটি, ৩) শিল্প মন্ত্রণালয় ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে প্রাতিষ্ঠানিক ও দক্ষতা উন্নয়ন উপকমিটি, ৪) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে প্রযুক্তি ও ডিজিটালাইজেশন উপকমিটি এবং ৫) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে বিনিয়োগ আকর্ষণ উপকমিটি। উপকমিটিগুলো সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে বিভিন্ন টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ/টিম গঠন, সমীক্ষা পরিচালনা, টেকনিক্যাল ওয়ার্কশপ, ডায়ালগ ও বিশেষজ্ঞ মতামত এবং পরামর্শের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১.৬ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি (NLDCC)-এর কার্যক্রমের ধারাক্রম

১.৬.১ জানুয়ারি ২০২৩-এ NLDCC গঠনের অব্যবহিত পর থেকেই লজিস্টিক্স খাতের সকল সরকারি বেসরকারি অংশীজনের অংশগ্রহণে ধারাবাহিক মতবিনিময়, বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা, ফোকাসড গ্রুপ আলোচনা, কারিগরি কর্মশালা, সংস্কার প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ ইত্যাদি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী চেম্বার, এসোসিয়েশন, প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী যেমন, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি, শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশ, ফরেইন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশন, সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশন, কুরিয়ার সার্ভিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন, ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ট্রাক বাস মালিক সমিতি ইত্যাদির মতামত গ্রহণ করা হয়।

১.৬.২ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতির প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের নিমিত্ত মতামত প্রাপ্তিতে জাতীয় কমিটির ৩টি পূর্ণাঙ্গ সভা, উপ-কমিটিসমূহের সভাসহ ৫০টির অধিক অংশীজন সভা ও কর্মশালার আয়োজন করার পাশাপাশি ১৩টি দেশের লজিস্টিক্স নীতি, কৌশল, পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে লজিস্টিক্স খাতে সম্পাদিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন বিশ্লেষণ, লজিস্টিক্স খাতে দক্ষতার ঘাটতি নিরূপণ, বিভিন্ন দেশের লজিস্টিক্স নীতি ও বাস্তবায়ন কৌশল বিশ্লেষণ, নীতি প্রণয়নে বৈশ্বিক উত্তম চর্চা পর্যালোচনা, সরেজমিনে লজিস্টিক্স সেবা কেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ, মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক পর্যালোচনা এবং নীতি সংস্কার প্রস্তাবনার খসড়া প্রণয়ন করা হয়, যা প্রস্তাবিত জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

অধ্যায় ০২
সংজ্ঞা

২.১ লজিস্টিক্স খাত: এই নীতির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে লজিস্টিক্স খাত হলো গ্রাহকের চাহিদার প্রেক্ষিতে তার চাহিত পণ্য বা পরিষেবা প্রবাহের প্রারম্ভিক স্থল হতে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে, স্বল্পতম ব্যয়ে এবং সুনির্দিষ্ট সময়ে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য সম্পৃক্ত সকল মাধ্যম ও কার্যক্রমের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা।

২.২ লজিস্টিক্স উপখাত: আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনার সাথে বহুবিধ উপখাত সম্পৃক্ত রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ অনুযায়ী এই খাত সংশ্লিষ্ট প্রচলিত উপখাতসমূহ হলো সড়ক পরিবহন ও যোগাযোগ সেবা, বিমান/এভিয়েশন সেবা, রেল পরিবহন সেবা, সমুদ্র বন্দর সেবা, পণ্যবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল সেবা, আঞ্চলিক ফিডার ভেসেল ও লাইটার/কোস্টাল/উপকূলীয় জাহাজ চলাচল শিল্প সেবা, মেইন লাইন অপারেটর সেবা, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সেবা, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং সেবা, তেল/গ্যাস/এলএনজি (Liquefied Natural Gas-LNG) ট্যাংক টার্মিনাল সেবা, টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স/কোল্ড চেইন/কোল্ড স্টোরেজ সেবা, প্রাইভেট ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো অ্যান্ড কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন সেবা, কুরিয়ার ও পোস্টাল সার্ভিস সেবা, রাইড শেয়ারিং সেবা, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং সেবা, তথ্য ও প্রযুক্তিগত লজিস্টিক্স সেবা, ফাইনান্সিয়াল লজিস্টিক্স সেবা, যন্ত্র চালিত ট্রলারযোগে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শিল্প সেবা, প্রাইভেট ওয়্যারহাউজ সেবা, ই-কমার্স লজিস্টিক্স সেবা এবং গ্লোবাল লজিস্টিক্স সেবা।

২.৩ লজিস্টিক্স খাত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ নিম্নরূপ:

২.৩.১। লজিস্টিক্স: লজিস্টিক্স বলতে ক্রেতার চাহিদা পূরণের জন্য 'পয়েন্ট অব অরিজিন (প্রারম্ভিক স্থল)' এবং 'পয়েন্ট অব কনজাম্পসন (চূড়ান্ত গন্তব্য)'-এর মধ্যকার উৎপাদিত পণ্য ও সেবার সঞ্চালনকে বুঝায়। মূলত, পণ্য উৎপাদনের নিমিত্ত কাঁচামাল সংগ্রহ হতে উৎপাদন পরবর্তীকালে ক্রেতার নিকট সঠিক সময়ে সঠিক পণ্য গুণগতমান বজায় রেখে স্বল্পতম ব্যয়ে পৌঁছে দেয়ার সামগ্রিক পরিবহন সঞ্চালন ব্যবস্থাকে লজিস্টিক্স বলে।

২.৩.২। সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট: সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, যার মাধ্যমে ভোক্তার চাহিদামাফিক পণ্য উৎপাদন ও সেবা সরবরাহের নিমিত্ত কাঁচামাল ক্রয় হতে শুরু করে পরিকল্পনা, পণ্যের উৎস চিহ্নিতকরণ, পণ্য মজুদকরণ, বিপণন ও সরবরাহ কার্যক্রমকে বোঝায়। দক্ষ ও কার্যকর সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যে গুণগত মান ঠিক রেখে সঠিক ক্রেতার নিকট স্বল্প সময়ে ও সঠিক মূল্যে পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়।

২.৩.৩। মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট: মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট (বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন ব্যবস্থাপনা) বলতে পরিবহনের বিভিন্ন মাধ্যম যথা: সড়ক, রেল, বিমান, নৌ পরিবহন সেবা ইত্যাদির সুষম সমন্বয়কে বোঝায়। পরিবহন মাধ্যমসমূহের অন্তত দু'টি মাধ্যম ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য ক্রেতার নিকট পৌঁছে দেয়াকে সাধারণ অর্থে মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট বলে।

২.৩.৪। মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটি: মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটি (বহুমাধ্যমভিত্তিক সংযোগ) বলতে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্টের দক্ষ কার্যকারিতাকে বোঝায়। মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটির মাধ্যমে কাঁচামাল ও পণ্য পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে পরিবহন মাধ্যমসমূহের মধ্যে একটি সমন্বিত ও বিরতিহীন (সিমলেস) যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

২.৩.৫। গ্রিন লজিস্টিক্স: গ্রিন লজিস্টিক্স বলতে পরিবেশগত প্রভাব হ্রাসে লজিস্টিক্স পরিষেবাসমূহে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই লজিস্টিক্স প্রক্রিয়ার প্রচলনকে বোঝায়। একে ইকো-লজিস্টিক্স হিসেবেও অভিহিত করা হয়। গ্রিন লজিস্টিক্স নিশ্চিতকরণে টেকসই নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ আবশ্যক। এই পরিষেবা প্রসারের ফলে পরিবেশের উপর লজিস্টিক্স সেবা খাতের প্রভাব যথা: গ্রিন হাউজ গ্যাস, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি নিঃসরণ ও উচ্চমাত্রার শব্দ হ্রাস করার পাশাপাশি নবায়নযোগ্য সম্পদ ও শক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।

২.৩.৬। সেন্ট্রাল লজিস্টিক্স ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম: সেন্ট্রাল লজিস্টিক্স ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে লজিস্টিক্স সেবা দাতা ও গ্রহীতা, ই-কমার্স খাত, নীতি নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে রিয়েল টাইম সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করা হয়। মূলত ই-কমার্স খাত ও ক্রস বর্ডার লজিস্টিক্স পরিষেবাসমূহের সামগ্রিক কার্যক্রমের সঠিক পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করার পাশাপাশি আর্থিক লেনদেনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সেন্ট্রাল লজিস্টিক্স ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য।

২.৩.৭। ক্রস বর্ডার লজিস্টিক্স: এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য পরিবহনের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে ক্রস বর্ডার লজিস্টিক্স বলে। ক্রস বর্ডার লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের শুল্ক ও কর নীতি, কাস্টমস প্রক্রিয়া, বর্ডার ব্যবস্থাপনা, সুরক্ষা, ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং, পরিবহন সংক্রান্ত দলিলাদি, ব্যাংক ও বীমাসহ অন্যান্য আর্থিক লেনদেন, ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়।

২.৩.৮। ই-কমার্স লজিস্টিক্স: অনলাইন/ডিজিটাল মার্কেট প্লেসে ক্রেতার চাহিদা অনুসারে পণ্য সরবরাহের সামগ্রিক কার্যক্রমের সমন্বিত ব্যবস্থাপনাকে ই-কমার্স লজিস্টিক্স বলে। ক্রেতাকে তথ্য প্রদান, পণ্য প্রেরণের আদেশ প্রক্রিয়াকরণ (Order Processing), পণ্য সংগ্রহ ও গুদামজাতকরণ (Product Sourcing and Warehousing), মোড়কীকরণ (Packing), ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা, বীমা (Insurance), ক্রেতার নিকট পণ্য সরবরাহ (Product Delivery), আর্থিক লেনদেন নিশ্চিতকরণসহ (Financial Transaction) বিক্রয় পরবর্তী সেবা প্রদান (After Sales Service) সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করাই ই-কমার্স লজিস্টিক্সের প্রধান কাজ।

২.৩.৯। গ্লোবাল লজিস্টিক্স সার্ভিসেস: গ্লোবাল লজিস্টিক্স সার্ভিসেস বলতে আন্তর্জাতিক সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বৈশ্বিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ক্রেতা/ভোক্তাদের নিকট পণ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে বোঝায়। কাঁচামাল সংগ্রহ, পণ্য সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, পণ্য পরিবহন পদ্ধতিসহ সামগ্রিক সাপ্লাই চেইন এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক থার্ড পার্টি লজিস্টিক্স প্রতিষ্ঠানগুলো এ প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদান করে থাকে।

২.৩.১০। থার্ড পার্টি লজিস্টিক্স: কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য বা সেবা নিজ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রেতা/ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেয়ার সামগ্রিক কার্যক্রমকে থার্ড পার্টি লজিস্টিক্স বলে। থার্ড পার্টি লজিস্টিক্স প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ ক্রয়াদেশ সম্পন্নকরণ (Order Fulfillment) কার্যক্রম সম্পাদন করে যার মধ্যে রয়েছে ওয়্যারহাউজিং, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, পণ্য সংগ্রহ ও প্যাকিং, শিপিং, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং ইত্যাদি।

২.৩.১১। ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং পরিষেবা: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানিকারকের পক্ষে ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট কৌশলগত লজিস্টিক্স পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (Strategic Logistics Planning and Execution) করে থাকে। মূলত ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং এজেন্টরা আমদানি ও রপ্তানিকারকের পক্ষে পণ্য পরিবহনে জাহাজ ভাড়া চূড়ান্তকরণ, কাস্টমস প্রক্রিয়ায় চাহিত দলিলাদি প্রস্তুতকরণ, জাহাজ ও কন্টেইনারের গতিপথ চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পণ্যের HS Code নির্ধারণ, পণ্য জাহাজীকরণের পূর্বে ওয়্যারহাউজ পরিষেবা প্রদান, শিপিং স্পেস বুকিং, ভাড়া চূড়ান্তকরণ, তথ্য প্রদান, মেরিন ইন্স্যুরেন্স পলিসি নিশ্চিতকরণ, আমদানি শুল্ক, কর ও ভ্যাট গণনা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

২.৩.১২। ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং (C&F) পরিষেবা: ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং এজেন্টগণ কাস্টমস থেকে পণ্য ছাড়করণে আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, জাহাজ কোম্পানিসহ অন্যান্য অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সিএন্ডএফ এজেন্টগণ আমদানি ও রপ্তানিকারকের পক্ষে বন্দর হতে পণ্য ছাড়করণে বিবিধ পরিষেবা প্রদান করে থাকেন, যেমন: বিল অব লেডিং, ডক রিসিপ্ট, কমার্সিয়াল ইনভয়েস, সার্টিফিকেট অব অরিজিন, এক্সপোর্ট ডিক্লারেশন, শুল্ক ও কর চালানসহ অন্যান্য চাহিত দলিলাদি বন্দর ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল, আমদানিকৃত পণ্য পরীক্ষণে সমন্বয় ইত্যাদি।

২.৩.১৩। টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স (TCL): টেম্পারেচার কন্ট্রোলড লজিস্টিক্স বা TCL পণ্য পরিবহনের এমন একটি বিশেষায়িত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কারখানা হতে উৎপাদিত পণ্য ক্রেতার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রেখে পণ্যের গুণগত মান ও ব্যবহার উপযোগিতা নিশ্চিত করা হয়। কৃষি পণ্য, খাদ্য পণ্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য/কৃষি পণ্য, ঔষধসহ বিভিন্ন পণ্য সুনির্দিষ্ট মান বজায় রেখে উপযুক্ত ক্রেতার নিকট পৌঁছে দিতে টেম্পারেচার কন্ট্রোলড লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। টেম্পারেচার কন্ট্রোলড লজিস্টিক্স ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, পরিবহন ও সংরক্ষণসহ সকল পর্যায়ে উপযুক্ত তাপমাত্রা নিশ্চিত করা হয়। উল্লেখ্য, এই ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির রেফ্রিজারেটেড যানবাহন যথা: বিশেষায়িত কন্টেইনার, কাভার্ড ভ্যান, কুলিং ভ্যান, কুলিং ওয়াগন ইত্যাদি ব্যবহারসহ ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং ব্যবস্থার প্রয়োগ করা হয়। কোল্ড চেইন লজিস্টিক্স TCL-এর একটি প্রকারভেদ।

অধ্যায় ০৩
জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩.১ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতির অভীষ্ট লক্ষ্য: বিশ্বমানের প্রযুক্তিভিত্তিক, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী, সুদক্ষ ও পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি করে টেকসই ও অভীষ্ট অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

৩.২ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতির উদ্দেশ্য:

৩.২.১। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক সময়ের মধ্যে পণ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন, জাহাজীকরণ, ছাড়করণ ও বিতরণসহ সামগ্রিক লজিস্টিক্স সেবায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বিলম্ব ও ব্যয়ের ক্রমহ্রাস নিশ্চিতকরণ;
৩.২.২। লজিস্টিক্স সেবা প্রদান সংক্রান্ত সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমকে একটি সমন্বিত কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে সাবলীল (Smooth), নিরবচ্ছিন্ন (Seamless) ও কার্যকর (Effective) লজিস্টিক্স প্রতিবেশ (Eco-system) নিশ্চিতকরণ;
৩.২.৩। বহুমাধ্যমভিত্তিক লজিস্টিক্স অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
৩.২.৪। বিশ্বমানের ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং ব্যবস্থাপনাসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটালাইজড লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
৩.২.৫। বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কাস্টমসসহ লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিবিধান, নীতি, পদ্ধতি ইত্যাদি কার্যকর সহজিকরণ ও সুসমন্বিতকরণ;
৩.২.৬। লজিস্টিক্স খাতের চাহিদাভিত্তিক শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতায়নের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা;
৩.২.৭। বিশ্বমানের বিনিয়োগবান্ধব প্রতিবেশ (Eco-system) উন্নয়নের মাধ্যমে লজিস্টিক্স খাতের উপখাতসমূহে প্রতিযোগিতাপূর্ণ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, সংরক্ষণ ও ক্রমবর্ধিতকরণ;
৩.২.৮। লজিস্টিক্স পারফরমেন্স সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের সক্ষমতার ক্রমোন্নতি নিশ্চিতকরণ;
৩.২.৯। লজিস্টিক্স খাতে সুরক্ষা (Safety), নিরাপত্তা (Security) ও প্রতিপালন (Compliance) নিশ্চিতকরণ;
৩.২.১০। বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় ফলপ্রসূ অংশগ্রহণের নিশ্চিতকরণে অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive), জেন্ডার সংবেদনশীল (Gender Sensitive) এবং পরিবেশবান্ধব (Green) লজিস্টিক্স অবকাঠামো ও সেবা প্রতিবেশ উন্নয়ন; এবং
৩.২.১১। ভবিষ্যতে লজিস্টিক্স সংশ্লিষ্ট কার্যকর উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা গ্রহণ (Global Good Practice) এবং ব্যবহারে অনুপ্রাণিতকরণ।

অধ্যায় ০৪
জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতির পরিধি, প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

৪.১ পরিধি ও প্রয়োগ:

এ নীতি যে সকল ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে:

৪.১.১। লজিস্টিক্স খাত ও উপখাতসমূহের সকল কার্যক্রম ও উদ্যোগে;

৪.১.২। লজিস্টিক্স সেবার উপখাতসমূহের বিকাশে দিক নির্দেশনা প্রদানে;

৪.১.৩। বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ বিকাশ এবং সাপ্লাই চেইনের সকল ধাপে গুণগতমান বৃদ্ধি ও লজিস্টিক্স খাতে বিশ্বমানের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলায়;

৪.১.৪। সমন্বিত ও পরিমাপযোগ্য কর্মসম্পাদন সূচক প্রবর্তন ও বাস্তবায়নে;

৪.১.৫। উপখাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট নীতি ও কৌশল প্রণয়নে; এবং

৪.১.৬। লজিস্টিক্স সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান ও প্রণিতব্য সকল আইন/ বিধি/ নীতিসমূহ সাযুজ্যপূর্ণকরণে।

৪.২ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ:

৪.২.১। এই নীতি একটি চলমান দলিল (Living Document) হিসেবে বিবেচিত হবে। জারির তারিখ থেকে এ নীতির মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং বার্ষিক পর্যালোচনা (Annual Review) করা হবে। তবে পরবর্তী নীতি জারি না হওয়া পর্যন্ত এ নীতি কার্যকর থাকবে;

৪.২.২। নীতিমালা বাস্তবায়নে লজিস্টিক্স সংক্রান্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI) সম্বলিত বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে; (জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতি ২০২৪ বাস্তবায়নে নমুনা কর্মপরিকল্পনা সংযুক্ত: পরিশিষ্ট-০৭);

৪.২.৩। নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোনো আইন/ বিধি/ প্রবিধি/ নীতি/ গেজেট/ সার্কুলার ইত্যাদিতে কোনো অসামঞ্জস্যতা থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা চিহ্নিত করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সমন্বয়/সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

৪.২.৪। উক্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য সমন্বিত মনিটরিং টুল প্রণয়নের মাধ্যমে অগ্রগতি ডিজিটাল ড্যাশবোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে; এবং

৪.২.৫। সময়ের চাহিদা, বাস্তবতা এবং আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার নিরীখে এ নীতি বাস্তবায়নকালে প্রণীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা যাবে।

অধ্যায় ০৫
লজিস্টিক্স খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন

৫.১ বিশ্বায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিক ও বহুমাধ্যমভিত্তিক দক্ষ পরিবহন ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্য পরিবহনে ব্যয় ও সময় সাশ্রয় করা সম্ভব। বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) অনুসারে ২০১৮ সালে মোট পণ্য পরিবহনের ৭৭% সড়ক পথে, ১৬% নৌপথে এবং ৬% রেল পথে এবং অন্যান্য মাধ্যমে ১% পরিবাহিত হয়। সড়ক পথে চাপ কমিয়ে ২০৪১ সালে পণ্য পরিবহনের যথাক্রমে সড়ক পথে ৬০%, নৌপথে ২৫%, রেল পথে ১৪% এবং অন্যান্য মাধ্যমে ১% লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। তবে বহুমাত্রিক ও বহুমাধ্যমভিত্তিক সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং এ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার দক্ষ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোডাল শিফট করে নির্ধারিত সময়ে সড়ক পথে ৫০%, নৌপথে ২৮%, রেল পথে ২০% এবং অন্যান্য মাধ্যমে ২% পণ্য পরিবহন করা সম্ভব।

৫.২ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার আলোকে পরিবহন ব্যয় ও সময় হ্রাস, অপচয় রোধ এবং নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে নৌ, রেল, সড়ক ও আকাশপথের মধ্যে একটি সুসমন্বিত পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এ সমন্বিত ব্যবস্থায় প্রয়োজন অনুসারে আন্তঃমাধ্যম পরিবহন ও পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। এ পরিবহন ব্যবস্থা নির্ধারণের ভিত্তি হবে সমন্বয়, হ্যান্ডলিং ও ট্রান্সফার সংখ্যা হ্রাস, দূরত্ব হ্রাসের জন্য সহজ ট্রান্সফার ব্যবস্থা, যানজট হ্রাস, প্রাকরুট পরিকল্পনা এবং জ্বালানি সাশ্রয়। এইরূপ সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যম ও পরিবহন পথ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ও টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে; যেমন জিপিএস ট্র্যাকিং, রিয়েল টাইম ভিজিবিলিটি, ত্রুটিহ্রাস ব্যবস্থা, সাপ্লাই চেইন ভিজিবিলিটি, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি। ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে ক্রাউড শিপিং, স্বচালিত যানবাহন এবং ড্রোন ডেলিভারির মতো ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

৫.৩ পণ্য পরিবহনে সমন্বিত যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়নে দেশের কয়েকটি উপযুক্ত স্থানকে কানেক্টিভিটি হাব (সংযোগ কেন্দ্র) হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এ হাবগুলোতে পণ্য সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। আমদানি-রপ্তানি ফ্যাসিলিটেশনের জন্য এখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইসিডি, বহুখাতভিত্তিক বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা স্থাপন করা হবে। এ স্থাপনাসমূহে কাস্টমস শুল্ক স্টেশন, ব্যাংকিং, সিএন্ডএফ এজেন্ট, কুরিয়ারসহ সকল প্রকার সেবা একই স্থান হতে প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। সর্বোপরি, এটি পণ্য উৎপাদন কেন্দ্র হতে ভোক্তার দোরগোড়ায় (End to End/Last Mile Delivery) পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

৫.৪ লজিস্টিক্স সংক্রান্ত সকল অবকাঠামো ও পরিষেবা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি, পরিবেশ ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা সংক্রান্ত প্রতিপালনীয়সমূহ (Compliance) নিশ্চিত করা হবে। বহুমাধ্যমভিত্তিক সমন্বিত অবকাঠামো ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপখাতভিত্তিক উন্নয়ন কৌশলসমূহ হবে নিম্নরূপ:

৫.৪.১। সড়ক অবকাঠামো: দেশের সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্পাঞ্চল, বিমানবন্দর, নৌবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থল বন্দর, ওয়্যারহাউজ এবং আইসিডিকে জাতীয় মহাসড়কের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে। পাশাপাশি, আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক করিডর চিহ্নিত করে সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করা হবে। দেশের সকল জাতীয় মহাসড়কে লেন বৃদ্ধি, পণ্য পরিবহনকারী যানবাহনের জন্য পৃথক লেন নির্ধারণ, যানবাহনের গড় গতি বৃদ্ধি, যানবাহন আধুনিকায়ন ও মাল্টি এক্সেল বাহন প্রচলন, যানবাহনের ওজন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি এবং রোড ইউজার চার্জ প্রবর্তন করে মহাসড়কের উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হবে। সড়ক অবকাঠামোতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সড়ক ব্যবহারকারীদের আগাম তথ্য প্রদান, পরিবহন নিরাপত্তা, যানবাহন ট্র্যাকিং, ট্রেসিং এবং টোল প্লাজাসমূহের পূর্ণ অটোমেশন নিশ্চিত করা হবে। সড়ক পরিবহনের সহায়ক অবকাঠামো যেমন বিশ্রামাগার, সার্ভিস সেন্টার, রিফুয়েলিং স্টেশন, ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, বেবি কেয়ার সেন্টার, ওয়েটিং রুম, ওয়াশরুম ইত্যাদি নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া, সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.৪.২। রেল অবকাঠামো: রেলপথে পণ্য পরিবহনের সক্ষমতা ও হার বৃদ্ধিতে দেশের সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল, আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক করিডর , শিল্পাঞ্চল, বিমানবন্দর, নৌবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থল বন্দর এবং আইসিডির সাথে রেল সংযোগ স্থাপন করা

হবে। রেললাইন ও ইঞ্জিন আধুনিকায়নের মাধ্যমে রেলের গড় গতিবেগ বৃদ্ধি করা হবে। বিদ্যমান সকল মিটারগেজ রেল লাইনকে পর্যায়ক্রমে ব্রডগেজ এবং ডুয়াল লাইনে রূপান্তর করা হবে। দেশের রেল নেটওয়ার্কে আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ আধুনিক সিগন্যালিং সিস্টেম, বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন, আধুনিক যন্ত্রনির্ভর পণ্য হ্যান্ডলিং, কুলিং কার সংযোজন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে। আপৎকালীন জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম ও দ্রুততম সময়ে পণ্য চলাচল নিশ্চিত করা হবে। রেলপথ ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, নির্মাণ ও পরিচালনায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সার্বিক নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে। অধিকন্তু বিদ্যমান রেল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

৫.৪.৩। সেতু অবকাঠামো: সড়ক, রেল ও নৌপথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়তার নিরীখে সেতু অবকাঠামো স্থাপন করা হবে। এক্ষেত্রে সড়ক, নৌ, রেল ও সেতু কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন করতে হবে। নৌরুটের উপর সেতু, কালভার্ট বা অন্য যে কোনো ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে পণ্যবাহী নৌ চলাচলে কোনো বাধা হবে না মর্মে বাস্তবায়নকারী সকল মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে। ইতঃপূর্বে তৈরিকৃত অবকাঠামো কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে থাকলে তা চিহ্নিতপূর্বক প্রতিস্থাপন করতে হবে।

৫.৪.৪। অভ্যন্তরীণ নৌপথ: যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের চাহিদার ভিত্তিতে নৌপথের গুরুত্বপূর্ণ রুটসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধাদি নির্মাণ করা হবে। বছরের সকল মৌসুম এবং সকল রুটে চলাচল উপযোগী পণ্যবাহী নৌযান নির্মাণ এবং নিয়মিত হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভের মাধ্যমে ড্রেজিং করে বছরব্যাপী নৌপথের নাব্যতা বজায় রাখা হবে। যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের সুবিধা বিকাশে অভ্যন্তরীণ নৌপথসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। নৌপথে পণ্য পরিবহন নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নৌযানের উপযুক্ততা, চালক ও কর্মীদের দক্ষতাসহ অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী, নৌযান ও নৌ চালকদের নিবন্ধন/লাইসেন্স/পারমিট নিশ্চিত করতে হবে। নৌপথের মাশুল হার যৌক্তিকীকরণ করা হবে এবং ব্যবসায় ও পর্যটন খাতের বিকাশে উপ-আঞ্চলিক নৌ সংযোগ বৃদ্ধিতে প্রাধান্য প্রদান করা হবে। নৌযান নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য বেসরকারি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা হবে।

৫.৪.৫। অভ্যন্তরীণ নৌবন্দর অবকাঠামো: নৌবন্দরের সাথে সড়ক ও রেল পথের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং নদীবন্দর হতে অন্যান্য পরিবহন মাধ্যমে সহজে পণ্য স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। ড্রেজিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নৌবন্দরে সকল আকারের নৌযানের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন নিশ্চিত করতে হবে। সাশ্রয়ী ও নিরাপদ কন্টেইনার টার্মিনাল ও ওয়্যারহাউজ নির্মাণের মাধ্যমে নৌপথে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থাকে দক্ষ ও সাশ্রয়ী করে গড়ে তোলা হবে। এছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ নৌবন্দরসমূহকে River Information System (RIS)-এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। নৌবন্দরের তীরভূমি হতে সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, দখল ও দূষণ রোধ এবং ভরাট অপসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। নৌবন্দর ও সমুদ্রবন্দরের মধ্যে সংযোগস্থাপন করা এবং আন্তর্জাতিক নদীবন্দরসমূহে চলাচলকারী নৌযানের পারমিট, অনাপত্তি পত্র প্রভৃতি নীতিমালা সহজিকরণসহ প্রতিযোগিতামূলক হারে বন্দর ব্যবহার ফি নির্ধারণ ও আধুনিক কাস্টমস সুবিধাদি স্থাপন করা হবে। সর্বোপরি, নৌবন্দরসমূহ পরিচালনায় দক্ষ জনবল ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের সময় ও ব্যয় কমিয়ে আনা হবে।

৫.৪.৬। সমুদ্র বন্দর অবকাঠামো: সমুদ্র বন্দরের সাথে সড়ক, রেলপথ, আকাশ ও অভ্যন্তরীণ নৌপথের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল, আন্ত:দেশীয় অর্থনৈতিক করিডর , শিল্পাঞ্চল, বিমানবন্দর, নৌবন্দর, স্থল বন্দর, ওয়্যারহাউজ এবং আইসিডিকে সংযুক্ত করতে প্রয়োজনীয় পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। সমুদ্র বন্দরে পণ্য ওঠা-নামা করার জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সংযোজন এবং সমুদ্র বন্দরের নিকট কন্টেইনার/পণ্যের নিরাপদ মজুদের জন্য ওয়্যারহাউজ/ অফ ডক/ আইসিডি সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। সমুদ্রপথের নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক প্রটোকল অনুযায়ী আন্তঃদেশীয় সমঝোতা স্বাক্ষর করা হবে। এতে সমুদ্রপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের সুবিধাজনক ব্যবস্থা তৈরি হবে। সমুদ্র বন্দরে জাহাজের বার্থিং এবং গ্যাংশিফ্ট আউটপুট আধুনিকীকরণের মাধ্যমে বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। বড় আকারের জাহাজযোগে পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে জোয়ার এবং ভাটা, সব সময় বন্দরের নাব্যতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এছাড়া সমুদ্র বন্দর অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদানসহ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP)-কে উৎসাহিত করা হবে।

৫.৪.৭। বিমানবন্দর অবকাঠামো: আকাশপথে পণ্য পরিবহনের জন্য ডেডিকেটেড কার্গো সার্ভিস চালু এবং এয়ার কার্গো টার্মিনাল স্থাপন করা হবে। একই সাথে দেশের সকল আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে পৃথকভাবে আধুনিক কার্গো সার্ভিস চালু এবং ওয়্যারহাউজ নির্মাণ করা হবে। আকাশপথে পণ্য পরিবহন প্রক্রিয়া আরও নিরাপদ ও দক্ষ করার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিমানবন্দরে আধুনিক পণ্য হ্যান্ডলিং ও অপারেশন এবং কাস্টম সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। দেশের সকল বিমানবন্দরের বিদ্যমান পণ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আধুনিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। কৃষি, কৃষিজাত, ঔষধ, মৎস্য, খাদ্য পণ্য ইত্যাদির গুণগতমান নিশ্চিতকরণে বিমান বন্দরে বিশেষায়িত কোল্ড চেইন ব্যবস্থাপনা ও গ্রিন চ্যানেল স্থাপন করা হবে। পণ্য সর্টিং ও প্রসেসিং সেন্টারের মাধ্যমে ক্রস বর্ডার ই-কমার্সের প্রসার ঘটানো হবে। এয়ার কার্গো হাব নির্মাণ, এয়ার এক্সপ্রেস ও এয়ার কার্গো শিল্পের বিকাশ এবং কার্গো স্ক্রিনিং ব্যয় হ্রাসে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সার্বিকভাবে বিমানবন্দরে পণ্য পরিবহন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা ও দক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়া, বিমানবন্দর অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.৪.৮। স্থল বন্দর/ টোল অবকাঠামো: দেশের সকল স্থল বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। পণ্য হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সংরক্ষণে পণ্যভিত্তিক বিশেষায়িত আধুনিক ওয়্যারহাউজ নির্মাণের মাধ্যমে পরিবহনকৃত পণ্যের গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে পরিবহনজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা হবে। স্থল বন্দরসমূহে কাস্টমস ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ ও কার্যকর করা হবে। এছাড়া, স্থল বন্দর অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.৪.৯। ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো/ ওয়্যারহাউজ অবকাঠামো: সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর এবং রেল স্টেশনের নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো (ICD)/ কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন (CFS)/ অফ ডক/ ওয়্যারহাউজ/ সকল পণ্যভিত্তিক বন্ডেড ওয়্যারহাউজ/ সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ নির্মাণ করা হবে। কন্টেইনার নির্মাণ, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে। এছাড়া, বন্দর হতে পণ্য ছাড়করণ ব্যবস্থাপনার উপর চাপ হ্রাসে অধিক পরিমাণে বেসরকারি ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো/ ওয়্যারহাউজ নির্মাণে সহায়তা প্রদান, স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতমালা সংস্কার করা হবে যাতে এটি বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে এবং পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। আইসিডি/ সিএফএস/ অফ ডক/ ওয়্যারহাউজের জন্য নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বন্দর হতে অফ ডক/ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোতে কন্টেইনার এন্ট্রি ও এক্সিটের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ করা হবে। সর্বোপরি, সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো/ ওয়্যারহাউজ/ কন্টেইনার ডিপো/ টার্মিনাল অবকাঠামো উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন করা হবে।

৫.৪.১০। টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স অবকাঠামো: কৃষি, ঔষধ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ শিল্পের বিকাশ, পরিবহনজনিত অপচয় হ্রাস এবং দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য দেশব্যাপী টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি জেলার উৎপাদন সক্ষমতা বিবেচনায় রাখা হবে। কুলিং ভ্যানসহ টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড যানবাহন, যন্ত্রাংশ আমদানি, সংযোজন, ও উৎপাদন শিল্পের বিকাশে নীতি সহজিকরণ করা হবে। টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স অবকাঠামোর বিকাশে ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ তৈরিতে নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে। এছাড়া, বেসরকারি খাত কর্তৃক বিমানবন্দরসমূহের নিকট টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড ওয়্যারহাউজ গড়ে তুলতে নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.৪.১১। অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে লজিস্টিক্স অবকাঠামো: অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের মাস্টার প্ল্যানে লজিস্টিক্স হাব নির্মাণে স্থান নির্ধারণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে। বর্ণিত অঞ্চলসমূহকে সড়কের পাশাপাশি রেলপথ ও নৌপথের মাধ্যমে দেশের লজিস্টিক্স নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করা হবে। সর্বোপরি, এ সকল অঞ্চলের অভ্যন্তরে ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, লরি, কন্টেইনার কারসহ যাবতীয় যানবাহনের জন্য কেন্দ্রীয় ফ্রেইট টার্মিনাল ও ডিপো স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় ০৬
লজিস্টিক্স খাত ও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন

৬.১ সুদক্ষ লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন। লজিস্টিক্স সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সূচকে দ্রুততম সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে পণ্য ছাড়করণ অন্যতম নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়।

৬.২ পণ্য আমদানি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, নীতি, বিধি, পদ্ধতি সহজিকরণ, সমন্বিতকরণ এবং ডব্লিউটিও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্টের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সময় ও ব্যয় হ্রাস পাবে যা এ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে। ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের আওতায় কাস্টমস পদ্ধতি, সার্টিফিকেশন পদ্ধতি ও আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন ও উন্নয়ন, পণ্য জাহাজীকরণ ও ছাড়করণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন অন্তর্ভুক্ত হবে।

৬.৩ পণ্য খালাস প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সহজিকরণ ও ত্বরান্বিতকরণ, বন্দর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, ইলেকট্রনিক কাস্টমস ডিক্লারেশন, ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন, অটোমেটেড ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম, দক্ষ ও সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা (Integrated and Coordinated Border Management System), পোর্ট কমিউনিটি সিস্টেম, Pre-arrival Processing, Automated Risk Management System, Authorized Economic Operator (AEO), Advanced Rulings, Post-Clearance Audit ও কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের প্রক্রিয়া সমন্বিতকরণ (Harmonization) এবং মিউচুয়াল রিকগনিশন এগ্রিমেন্ট (Mutual Recognition Agreement) সম্পাদন করা হবে।

৬.৪ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুসমন্বিতকরণ ও সহজিকরণের লক্ষ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট (TFA)-এর স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্টের সকল সূচক বাস্তবায়ন করবে। WTO ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্টে বাংলাদেশের অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিশেষত লজিস্টিক্স সংক্রান্ত নির্দেশক তারিখ নির্ধারিত রয়েছে সে সকল কার্যক্রম অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গৃহীত হবে। এ বিষয় ত্বরান্বিতকরণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন National Trade Facilitation কমিটিসহ সকল সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান কাজ করবে।

অধ্যায় ০৭
লজিস্টিক্স খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার

৭.১ বিশ্বমানের ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং ব্যবস্থাপনাসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটালাইজড লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স, মেশিন লার্নিংসহ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা সম্বলিত সমন্বিত লজিস্টিক্স অবকাঠামো তৈরি এ নীতির অন্যতম লক্ষ্য। এ খাতে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর এবং সুবিধাভোগী দেশি-বিদেশি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক বর্তমানে ব্যবহৃত সকল ডিজিটাল পদ্ধতি পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত করে কাঙ্ক্ষিত সুবিধাদি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে ডেটা শেয়ারিং এবং ইন্টারঅপারেবিলিটির (Interoperability) সুবিধা নিশ্চিত করাসহ বিশ্বের উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও পণ্য পরিবহনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছানো (End to End), গতিপথ অনুসরণের জন্য তাৎক্ষণিক (Real Time) অনুসন্ধান ব্যবস্থা (Tracing and Tracking System) কার্যকর করতে হবে। প্রদেয় সেবার মান যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের সকল সড়কপথে ও সেতুর জন্য পণ্য পরিবহনে স্বয়ংক্রিয় টোল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৭.২ বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে তৈরিকৃত একক সেবা প্ল্যাটফর্ম (One Stop Service Platform) সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারবে। এই প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়নে ব্লক চেইন প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট অব থিংস (Internet of Things - IoT)-এর ব্যবহার এবং ন্যাশনাল ডেটা আর্কিটেকচার (BNDA) স্ট্যান্ডার্ডস অনুসরণ করবে। ডেটা ও তথ্য আদান-প্রদানে নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সিকিউরিটি গাইডলাইন অনুসরণসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় ই-সার্ভিস বাস ব্যবহার করতে হবে।

৭.৩ ই-কমার্সের বিকাশ এবং ক্রসবর্ডার পেপারলেস ট্রেড (Cross Border Paperless Trade) নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক কানেক্টিভিটি প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্তি, ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের বর্ধিত ও কার্যকর ব্যবহার, ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযোজন, ইলেক্ট্রনিক্যালি দলিলাদি যাচাইকরণ এবং তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অধ্যায় ০৮
লজিস্টিক্স খাতে মানব সম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়ন

৮.১ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন দক্ষ ও বিশেষায়িত কর্মী। এ খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে লজিস্টিক্স খাতের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, অপরদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষায়িত জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৮.২ একটি কার্যকর লজিস্টিক্স প্রতিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পেশাভিত্তিক চাহিদা নিরূপণের জন্য সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপক ও প্রকর্মী, ওয়্যারহাউজ ব্যবস্থাপক ও প্রকর্মী, পরিবহন ব্যবস্থাপক ও প্রকর্মী, সিএন্ডএফ, কাস্টমস ও ট্রেড কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক, ট্রেড ডেটা বিশেষজ্ঞ, প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ, ব্যয় ও গুণগতমান নিরীক্ষক ও প্রকর্মী, লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হবে। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের শিল্পকারখানায় পূর্ণাঙ্গ ডিজিটালাইজেশন এবং বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হচ্ছে। স্মার্ট ফ্যাক্টরি ধারণায় মানুষের কাজের সাথে সাইবার ফিজিক্যাল পদ্ধতিতে যন্ত্রকে সুসংহতভাবে যুক্ত করা হচ্ছে যার প্রভাব লজিস্টিক্স খাতেও পরিলক্ষিত। লজিস্টিক্স খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

৮.২.১। লজিস্টিক্স খাতের কর্মী সংখ্যা নিরূপণ ও দক্ষ মানবসম্পদের ভবিষ্যৎ চাহিদা ও যোগান প্রক্ষেপণে উপখাতভিত্তিক জরিপ ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষতা সংক্রান্ত ঘাটতি বিশ্লেষণ;
৮.২.২। লজিস্টিক্স বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট কারিকুলাম প্রস্তুত এবং শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন;
৮.২.৩। বিদ্যমান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
৮.২.৪। লজিস্টিক্স খাতের সুনির্দিষ্ট দক্ষতার জন্য নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
৮.২.৫। বিভিন্ন পর্যায়ের দক্ষ জনবল প্রস্তুতের লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লজিস্টিক্স খাতের উপখাতসমূহের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সুনির্দিষ্ট পেশাভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন;
৮.২.৬। দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শিল্প ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সংযোগ দৃঢ়ীকরণ;
৮.২.৭। দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানে ফ্রেশ স্কিলিং ছাড়াও পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition to Prior Learning), পুনর্দক্ষতায়ন (Re-Skilling), উচ্চতর দক্ষতায়ন (Up-Skilling) প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) এবং ইন্টার্নশীপকে গুরুত্ব প্রদান;
৮.২.৮। আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পেশাভিত্তিক সনদায়নের ব্যবস্থাকরণ;
৮.২.৯। বিদেশি প্রকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতা হস্তান্তর (Skills Transfer) এবং সনদায়নের ক্ষেত্রে মিউচুয়াল রিকগনিশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর (MRA) নিশ্চিতকরণ; এবং
৮.২.৯। দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০২২' ও 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৭'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি ও বেসরকারি খাতের পরিবর্তনশীল চাহিদার নিরীখে দক্ষ কর্মী তৈরিতে একটি 'মানবসম্পদ উন্নয়ন কৌশল' প্রণয়ন এবং 'লজিস্টিক্স ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল' গঠন।

৮.৩ এ খাতের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে দেশীয় লজিস্টিক্স শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যায়ক্রমে স্ব স্ব কর্মীদের দক্ষ কর্মীতে রূপান্তর করবে। একই সাথে নিয়োজিত কর্মীর কল্যাণ, অনুকূল কর্ম পরিবেশ, পেশাগত সুরক্ষা ও নিরাপত্তাসহ শ্রম আইনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানে বিধৃত বিষয়াদি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

অধ্যায় ০৯
লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ

৯.১ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৪১ সালে জাতীয় অর্থনীতির আকার দাঁড়াবে আনুমানিক ২.৫০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ৬০-৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে অবকাঠামো খাতের বছরভিত্তিক বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অনুঘটক হিসেবে লজিস্টিক্স খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯.২ বিপুল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশের ফলে বাংলাদেশকে বিনিয়োগের জন্য গুরূত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উদার বিনিয়োগ পরিবেশ নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা প্রদান এবং লজিস্টিক্সের উপখাতসমূহে দেশি বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হয়েছে।

৯.৩ জাতীয় শিল্পনীতিতে বর্ণিত লজিস্টিক্স খাতের প্রচলিত উপ-খাতসমূহে বিনিয়োগ আহরণের লক্ষ্যে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। এ সকল খাতসমূহে বিনিয়োগ, পরিচালন এবং গ্রাহক সেবা সময়াবদ্ধ করা হয়েছে। এ খাতে নীতি ও পরিচালন বিশ্বমানের করার লক্ষ্যে বিনিয়োগের সকল বাধা দূর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৯.৪ লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ আহরণ ও বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত নীতিগত দিকগুলো প্রাধান্য পাবে:

৯.৪.১। লজিস্টিক্সের সকল উপখাতে দেশি বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ, সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক (Public Private Partnership) ও যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ;
৯.৪.২। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশি বিনিয়োগকারী ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহকে সংযোগকারী (Linkage) প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুক্তকরণে উৎসাহিতকরণ;
৯.৪.৩। দেশি বিদেশি বিনিয়োগের বিষয়টি যৌক্তিকভাবে সমতা বিধান;
৯.৪.৪। নতুন কর্মসংস্থান ও দক্ষতা তৈরিতে সহায়ক এবং প্রযুক্তিভিত্তিক ও উদ্ভাবনী লজিস্টিক্স প্রকল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ;
৯.৪.৫। বাস্তবতার নিরীখে বিশ্বে প্রচলিত নন-ইক্যুইটি পদ্ধতিতে বিনিয়োগের পাশাপাশি অন্যান্য পদ্ধতিতে বিনিয়োগ সহজিকরণ; প্রকল্প বাস্তবায়নে যৌক্তিক বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান;
৯.৪.৬। লজিস্টিক্স খাতকে প্রদত্ত অগ্রাধিকার মর্যাদার ভিত্তিতে কৌশলগত প্রকল্প গ্রহণ ও দ্রুত বাস্তবায়ন; এবং
৯.৪.৭। দীর্ঘমেয়াদি ও বৃহৎ বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন গ্রাহক সেবা প্রদান যথা সময়ে ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রদান নিশ্চিতকরণ।

অধ্যায় ১০
পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স খাত ব্যবস্থাপনা

১০.১ বিশ্ববাজারে বিশেষত উন্নত দেশসমূহে বর্তমান ও ভবিষ্যতে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা একটি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil Fuel) ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধনের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ ঘটছে, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নসহ জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে। তাছাড়া, পরিবেশ সংরক্ষণে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও শিল্প বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ বিপর্যয় রোধে সার্কুলার ইকোনোমিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একই সাথে বিনিয়োগের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকরণসহ নেট জিরো (Net Zero) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করছে। এক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি টেকসই ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

১০.২ জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ অনুযায়ী যোগাযোগ ও পরিবহন খাতসহ মোট ২৪টি খাতভিত্তিক কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উক্ত নীতির ৩.১৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে যে কোনো নীতি এবং পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৬টি সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা এবং বাস্তবায়নযোগ্য ১২টি কার্যক্রম এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা চিহ্নিত করা হয়েছে। অধিকন্তু সরকার বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক Nationally Determined Contribution (NDC) প্রণয়ন করেছে, যেখানে ২০৩০ সালের মধ্যে শর্তহীন অবদানের মাধ্যমে (নিজস্ব উদ্যোগে) ৬.৭৩% এবং শর্তযুক্ত অবদানের মাধ্যমে (বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে) ১৫.১২% গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। NDC অনুযায়ী পরিবহন খাতে ২০৩০ সাল নাগাদ গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৬.২৮ মিলিয়ন টন CO2e, যার মধ্যে ৩.৩৯ মিলিয়ন টন CO2e শর্তহীনভাবে এবং আরো অতিরিক্ত ৬.৩৩ মিলিয়ন টন CO2e শর্তহীন অবদানের মাধ্যমে হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

১০.৩ পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-এর আলোকে, বাংলাদেশের Nationally Determined Contribution (NDC), মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা ২০২২-২০৪১ (Mujib Climate Prosperity Plan 2022-2041), National Adaptation Plan, ২০৫০ অনুসরণপূর্বক বিশ্বের উন্নত দেশের গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার দেশীয় পরিবেশবান্ধব অভিযোজন ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ আলোকে নিম্নরূপ পরিকল্পনার ভিত্তিতে সকল খাতের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সহযোগে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে:

১০.৩.১। অর্থনীতিতে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে পরিবহন খাতের ডি-কার্বনাইজেশন কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সর্বস্তরের পণ্য পরিবহনে পরিবেশবান্ধব যানবাহন (Green Transport) চালুকরণ;

১০.৩.২। লজিস্টিক্স অবকাঠামোতে পরিবেশবান্ধব ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

১০.৩.৩। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (যথা- চরম আবহাওয়া, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য জলবায়ু সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ) মোকাবেলায় লজিস্টিক্স অবকাঠামোর সহিষ্ণুতা বাড়ানোর জন্য কৌশল উদ্ভাবন এবং এর বাস্তবায়ন;

১০.৩.৪। বায়ুদূষণ রোধে পরিবহন জ্বালানি ব্যবহার হ্রাসকল্পে পরিবহন রুটের সর্বোত্তম ব্যবহার (Optimization) নিশ্চিতকরণ;

১০.৩.৫। শব্দদূষণ রোধে লজিস্টিক্স সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমে শব্দ দূষণরোধক প্রযুক্তির ব্যবহার;

১০.৩.৬। লজিস্টিক্স সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমে প্লাস্টিক ও প্যাকেজিং বর্জ্যসহ কঠিন ও তরল বর্জ্যের হ্রাস, পুনঃচক্রায়ন ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনায় যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহার;

১০.৩.৭। জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতি, ২০২৩ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ বিষয়ক বিধিবিধান, মানমাত্রা ও প্রটোকল প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ;

১০.৩.৮। লজিস্টিক্স খাতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি যেমন: বৈদ্যুতিক যান, নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস এবং স্মার্ট লজিস্টিক্স সলিউশন ইত্যাদি গ্রহণে উৎসাহিতকরণ;

১০.৩.৯। প্রাকৃতিক বনভূমি ও জীববৈচিত্র্যের প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণে লজিস্টিক্স সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

১০.৩.১০। লজিস্টিক্স অপারেশনসমূহে পানির ব্যবহার হ্রাস এবং সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে ভূ-উপরিভাগস্থ পানির (Surface Water) ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, পরিবহনের সময় বিপজ্জনক পদার্থের ছড়িয়ে পড়া রোধে পানি দূষণ প্রতিরোধমূলক অনুশীলন (The National Oil and Chemical Spill Contingency Plan (NOSCOP)) ইত্যাদির বাস্তবায়ন;

১০.৩.১১। লজিস্টিক্স খাতের প্রতিটি উপখাতের কার্যসম্পাদনকালে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (Environmental Impact Assessment); এবং

১০.৩.১২। বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) এবং জীববৈচিত্র্যের (Biodiversity) উপর নেতিবাচক প্রভাব দূরীকরণে লজিস্টিক্স অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Conservation of Biodiversity) ব্যবস্থা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

অধ্যায় ১১
লজিস্টিক্স খাতে সেফটি, সিকিউরিটি এবং কমপ্লায়েন্স

১১.১ লজিস্টিক্স খাতে সেফটি, সিকিউরিটি এবং কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে নিরোধ (Prevention), প্রস্তুতি (Preparedness) এবং প্রতিক্রিয়া (Response) বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের লজিস্টিক্স সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন/ নীতিমালা/ প্রটোকল/ চুক্তি/ কনভেনশন ইত্যাদির আলোকে প্রতিপালনসহ (Compliance) নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিশ্চিত করা হবে:

১১.১.১। লজিস্টিক্স খাতের প্রতিটি উপখাতের কার্যসম্পাদনকালে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রতিপালন নিশ্চিত করা হবে;

১১.১.২। পণ্য পরিবহন প্রবাহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জিপিএস, ট্র্যাকিং ও ট্রেসিংসহ (Tracing and Tracking) আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত পদ্ধতিসমূহ চালু, দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রদান করা হবে;

১১.১.৩। সকল শ্রেণির পরিবহনে এবং সড়ক, নৌ ও রেলপথে পর্যাপ্ত সংখ্যক অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থাকরণ ও আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধা সম্বলিত যানবাহন ও যন্ত্রাদির সংযোজন এবং ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (Emergency Response Team) গঠনের মাধ্যমে এ খাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) নিশ্চিত করা হবে;

১১.১.৪। পণ্যবাহী সকল পরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যানবাহনের উপযুক্ততা, চালক ও কর্মীদের নিবন্ধন/ লাইসেন্স/ সনদায়নসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সামগ্রী নিশ্চিত করা হবে;

১১.১.৫। পণ্য পরিবহন নিরাপদ করার লক্ষ্যে সার্ভেইলেন্স ক্যামেরা, পর্যাপ্ত সার্ভিস সেন্টার, রিফুয়েলিং স্টেশন, জরুরী SOS Point, ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন, সার্ভিস লেন নির্মাণ, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, পণ্যবাহী গাড়ীচালকদের জন্য বিশ্রামাগার, এবং যানবাহনের জরুরী মেরামতের জন্য পরিকল্পিত অবকাঠামো তৈরি করা হবে;

১১.১.৬। বিপজ্জনক পণ্যের পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণ, বন্দোবস্ত ও বিনষ্টকরণসহ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করা হবে;

১১.১.৭। লজিস্টিক্স খাতের সকল উপখাতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করা হবে;

১১.৭.৮। লজিস্টিক্স খাতে দুর্ঘটনা বীমা সুবিধা নিশ্চিত করা হবে;

১১.১.৯। সেফটি, সিকিউরিটি এবং কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষিত ও সনদপ্রাপ্ত জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে;

১১.১.১০। সেফটি, সিকিউরিটি এবং কমপ্লায়েন্স সেবা ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে; এবং

১১.১.১১। স্ব স্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্রুততম সময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ নিশ্চিত করা হবে।

অধ্যায় ১২
নীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

১২.১। লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা, সংশোধন ও মূল্যায়ন দুই পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে সম্পাদিত হবে:

১২.১.১ দিকনির্দেশনা ও সমন্বয় পর্যায়: জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত দু'টি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দিকনির্দেশনা প্রদান ও সমন্বয় সাধন করবে:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিল এবং
- প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি।

১২.১.২ বাস্তবায়ন পর্যায়: এ নীতিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/কর্তৃপক্ষসমূহ সময়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। এ নীতি জারি হওয়ার পর নির্দেশিত সময়ের মধ্যে পরিমাপযোগ্য মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশকসহ (Key Performance Indicator - KPI) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা 'জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির' নিকট দাখিল করবে এবং পরবর্তীতে নিয়মিতভাবে সময়ভিত্তিক অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/কর্তৃপক্ষ KPI অর্জনের লক্ষ্যে নিজস্ব মনিটরিং টুল প্রস্তুত করতঃ ড্যাসবোর্ডের মাধ্যমে তা ডিজিটাল পদ্ধতিতে রিয়েল টাইমে প্রদর্শিত রাখবে, যা সমন্বিত লজিস্টিক্স ড্যাসবোর্ডে (Integrated Logistics Dashboard - ILD) প্রতিফলিত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/কর্তৃপক্ষসমূহ তাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে লজিস্টিক্স সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় নিশ্চিত করবে। কোনো বিষয় নিষ্পন্ন না করা গেলে সিদ্ধান্তের জন্য জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটিতে উপস্থাপিত হবে।

১২.২ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিল (National Council for Logistics Development - NCLD**):**

বাংলাদেশের লজিস্টিক্স খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিল গঠিত হবে। লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিবগণ এই কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

১২.২.১ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিলের গঠন নিম্নরূপ:

১	**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**	**সভাপতি**
২	মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	মাননীয় মন্ত্রী, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
১১	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
১২	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
১৩	লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	২ জন সদস্য
১৪	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সদস্য-সচিব

১২.২.২ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিলের কর্মপরিধি:

জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিলের কর্মপরিধি নিম্নরূপ:

- জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণে দিকনির্দেশনা প্রদান;
- লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ আহরণ ও ব্যবসা প্রসারে কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান; এবং
- লজিস্টিক্স খাতের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ চাহিদার ভিত্তিতে জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতির পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন অনুমোদন।

জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে। উক্ত কাউন্সিল প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্বাহী সেল এ কাউন্সিলের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

১২.৩ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি (National Logistics Development and Coordination Committee - NLDCC):

জাতীয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষ পণ্য পরিবহন ও সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে লজিস্টিক্স খাতের সার্বিক উন্নয়নে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করবে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি গঠিত হবে। লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব ও বেসরকারি খাতের অংশীজনগণ এই কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আন্তঃমন্ত্রণালয়ে কোনো উপখাতভিত্তিক অমীমাংসিত বিষয় থাকলে তা জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে।

উল্লেখ্য, জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতি জারি হওয়্যারসাথে সাথে বিগত ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের (নং ০৩.১০.২৬৯০.৮৮২.০১৮.০০১.২২-১৫) মাধ্যমে গঠিত "জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি" অবলুপ্ত হবে এবং উক্ত নীতিতে ঘোষিত "জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি" অবলুপ্ত কমিটির স্থলে প্রতিস্থাপিত হবে।

১২.৩.১ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির গঠন নিম্নরূপঃ

১	**প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব**	**সভাপতি**
২	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৩	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
৪	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৭	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৮	সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	সচিব, সেতু বিভাগ	সদস্য
১০	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
১১	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
১৩	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য

১৬	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৭	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৮	নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৯	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২০	প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
২১	প্রেসিডেন্ট, চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
২২	প্রেসিডেন্ট, ফরেইন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
২৩	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি	সদস্য
২৪	চেয়ারম্যান, শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশ	সদস্য
২৫	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
২৬	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশন	সদস্য
২৭	প্রেসিডেন্ট, ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য
২৮	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
২৯	চেয়ারপারসন, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট	সদস্য
৩০	লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	২ জন সদস্য
৩১	মহাপরিচালক, নির্বাহী সেল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য-সচিব

এ কমিটির সদস্য হিসেবে সচিব বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

১২.৩.২ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির কর্মপরিধি:

জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির কর্মপরিধি নিম্নরূপ:

- জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;
- লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণে নীতিগত সহায়তা প্রদান ও বিদ্যমান নীতি কাঠামো সহজিকরণ;
- লজিস্টিক্স উপখাতভিত্তিক নীতি ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান;
- জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে খাতভিত্তিক সমন্বয় সাধন; এবং
- স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা/ দপ্তর/ কর্তৃপক্ষসমূহ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতিতে বর্ণিত নমুনা কর্মপরিকল্পনার আলোকে মূল কর্মসম্পাদন সূচকভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে এবং উক্ত বিষয়াদি জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিলকে অবহিত করবে।

জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি প্রতি তিনমাসে একবার সভায় মিলিত হবে। উক্ত কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্বাহী সেল এ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

অধ্যায় ১৩

মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (Key Performance Indecator-KPI)

১৩.১ এ নীতিমালার আওতায় প্রণীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে লজিস্টিক্স খাতে অবকাঠামো উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার, মানব সম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স খাত ব্যবস্থাপনাসহ সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের দিকনির্দেশনামূলক নমুনা কর্মপরিকল্পনা (পরিশিষ্ট ০৭ - মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক) প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত নমুনা কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কর্তৃপক্ষ, দপ্তর ও সংস্থা স্ব স্ব বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিমাপপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এ সকল কর্মপরিকল্পনার বিপরীতে সুনির্দিষ্ট KPI (মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক) নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট KPI নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে:

১৩.১.১ নীতি, নিয়ন্ত্রক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সমন্বয় কার্যক্রম সংক্রান্ত

- লজিস্টিক্স সংক্রান্ত পরিকল্পনা, গবেষণা, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার সংখ্যা
- লজিস্টিক্স উন্নয়ন সংক্রান্ত সরকারি প্রকল্পের সংখ্যা ও প্রকল্প মূল্য
- লজিস্টিক্স খাতে উন্নয়ন সহযোগীদের কারিগরি সহায়তার ধরন ও আর্থিক সহায়তার পরিমাণ
- সংস্কার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নীতি/ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সংখ্যা
- লজিস্টিক্স সংক্রান্ত বৈশ্বিক ইনডেক্স/ ইনডিসেস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা
- অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা ও সময়কাল
- দেশের সামগ্রিক লজিস্টিক্স ব্যয় হ্রাসের হার

১৩.১.২ লজিস্টিক্স অবকাঠামো ও সেবা সংক্রান্ত

- কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ও বর্ডার ক্লিয়ারেন্স সময় ও সংখ্যা
- শিপ টার্নএরাউন্ড সময়
- কন্টেইনার ডুয়েল সময়
- শিপ-টু-শোর ইন্টারচেঞ্জের গুণগতমান
- সড়ক সংযোগ ও সেবার গুণগতমান
- মেরিটাইম সংযোগের গুণগতমান
- বন্দর অবকাঠামোর ক্ষমতা/ সেবার সক্ষমতা
- গুদাম/ স্টোরসমূহ যথা: আইসিডি, ওয়্যারহাউজ ইত্যাদির গুণগতমান, সংখ্যা ও সেবার সক্ষমতা
- সড়ক ও রেল পরিবহন ব্যবস্থার গুণগতমান ও সক্ষমতা
- অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন ব্যবস্থার গুণগতমান ও সক্ষমতা
- লজিস্টিক্স সেবাসমূহ যথা থ্রিপিএল লজিস্টিক্স, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং, সিএন্ডএফ এজেন্ট, কনসোলিডেটর, ট্রাক সার্ভিস ইত্যাদির গুণগতমান, দক্ষতা ও সক্ষমতা
- এয়ার ফ্রেইট লজিস্টিক্স সেবার গুণগতমান, দক্ষতা ও সক্ষমতা
- কৃষি/ কৃষি ব্যবসায়/ স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট লজিস্টিক্স অবকাঠামো ও সেবার দক্ষতা ও গুণগতমান
- ইনল্যান্ড/ অভ্যন্তরীণ কুরিয়ার সেবার গুণগতমান, দক্ষতা ও সক্ষমতা
- লজিস্টিক্স সংক্রান্ত নিয়ম/প্রটোকল /সেবার স্ট্যান্ডার্ড আন্তর্জাতিক চাহিদার সাথে সমন্বয় করা
- আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের সময় ও ব্যয়
- নিরাপত্তা প্রতিপালন (Safety Compliance)

১৩.১.৩ বিনিয়োগ সংক্রান্ত

- লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ চাহিদা (খাতওয়ারি সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিমাণ)
- দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ প্রকল্প সংখ্যা ও প্রকল্প মূল্য
- লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রকল্প সংখ্যা ও প্রকল্প মূল্য

- বিনিয়োগ আকর্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (খাতওয়ারি পরিমাণ)
- লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ পরিবেশ সংক্রান্ত সূচকে অবস্থান
- লজিস্টিক্স খাতের বিনিয়োগকারীদের সেবা প্রদান (সেবা সংখ্যা ও প্রদানকাল)
- লজিস্টিক্স খাতে প্রস্তাবিত প্রকল্পে জনবলের সংখ্যা

১৩.১.৪ লজিস্টিক্স দক্ষতা সংক্রান্ত

- দক্ষতার ঘাটতির পরিমান (ট্রেড অনুযায়ী)
- লজিস্টিক্স খাতে দক্ষতা বৃদ্ধিতে পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবস্তু, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট প্রণয়ন
- লজিস্টিক্স খাতের দক্ষতা প্রশিক্ষণ/ ডিগ্রি/ সার্টিফিকেট প্রদান সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান
- লজিস্টিক্স খাতে সনদধারী পেশাদার বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা
- লজিস্টিক্স খাতে দক্ষতা বৃদ্ধিতে বৈশ্বিক পার্টনারশিপ, সমঝোতা, এক্রিডিটেশন
- লজিস্টিক্স ইকোসিস্টেমে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সনদপ্রাপ্ত দক্ষ/স্বল্পদক্ষ কর্মীর অনুপাত ও
- লজিস্টিক্স খাতের প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থাপনা

১৩.১.৫ লজিস্টিক্স ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত

- লজিস্টিক্স খাতের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য দেশীয় ড্যাসবোর্ড প্রণয়ন
- লজিস্টিক্স খাতের দেশীয় ড্যাশবোর্ডের ব্যবহারমাত্রা ও ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টি
- সরকারি প্রতিষ্ঠান/ নীতি নির্ধারক কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম প্রণয়ন
- লজিস্টিক্স/ পরিবহন খাতের জন্য ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং টুল প্রণয়ন
- লজিস্টিক্স খাতের গ্লোবাল ডিজিটাল স্ট্যান্ডার্ড চিহ্নিতকরণ এবং কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত চাহিদা নিরূপণ
- লজিস্টিক্স সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ডিজিটালাইজেশন এবং ইন্টার-অপারেটিবিলিটি
- আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত সিস্টেমসমূহের সাথে ইন্টার-অপারেটিবিলিটি নিশ্চিতকরণ
- ই-মেরিটাইম সিঙ্গেল উইন্ডো প্রবর্তন
- লজিস্টিক্স সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক সেবার সংখ্যা
- দেশি ও আন্তর্জাতিক লজিস্টিক্স সেবা দাতা ও গ্রহীতাদের সুবিধার্থে লজিস্টিক্স সেবা সংক্রান্ত তথ্যের অ্যাপস/ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা
- দেশীয় আইসিটি খাতকে লজিস্টিক্স ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত সুবিধাদি সম্পর্কে অবহিতকরণ।

অধ্যায় ১৪
উপসংহার

১৪.১ পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক বাজার, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, অভিনব প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনসহ সার্বিক প্রতিযোগিতা-সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দূরদর্শী ও বাস্তবমুখী নীতি প্রণয়ন, সংস্কার ও বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। লজিস্টিক্স খাতের সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে এই জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতি ২০২৪ বাংলাদেশের সার্বিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিল্প ও সেবাখাতের প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উৎপত্তি ও গন্তব্যস্থল এবং সময় ও পণ্য নির্বিশেষে নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুততর সরবরাহ ব্যবস্থার ফলে ব্যবসায়িক ব্যয় হ্রাস পাবে। লজিস্টিক্স অবকাঠামো ও সেবামানের নিশ্চয়তার ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিবেশের উপর ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের আরো আস্থাশীল করে তুলবে। লজিস্টিক্স খাতে ব্যবসা ও বিনিয়োগের প্রসারের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। লজিস্টিক্স খাতের প্রভূত সম্ভাবনা আহরণে জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন নীতি ২০২৪-এর পরিকল্পিত ও সময়ানুগ বাস্তবায়ন অপরিহার্য। সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগীসহ সকল অংশীজনের নিরলস উদ্যোগ ও কার্যকর অংশগ্রহণ বাংলাদেশের লজিস্টিক্স খাতের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারভুক্ত হবে।